উপস্থিত ঃ- মোঃ হাসান জামান ,সিনিয়র সহকারী জজ,
সিনিয়র সহকারী জজ , ২য় আদালত, পটিয়া চট্টগ্রাম।

আদেশনং- ০৮
তারিখ-০৮/০৮/২২

অদ্য নিষেধাজ্ঞা দরখাস্ত বিষয়ে আদেশের জন্য দিন ধার্য আছে। নথি আদেশের জন্য নেওয় হলো।

০৭/০৯/২০২১ খ্রিঃ তারিখের অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত, বিবাদী প্রতিপক্ষ কতৃর্ক দাখিলকৃত লিখিত আপত্তি, উভয়পক্ষের বক্তব্যর সমর্থনে দাখিলী কাগজাদি ও নথি পর্যালোচনা করলাম।

দরখাস্তকারী পক্ষের মূল বক্তব্য এই, নালিশী ১ নং তফসিলের বি এস- ১৭৬৫ খতিয়ানভুক্ত ২২৮৭ দাগের ৯৩ শতক জলে পাড়ে পুকুর ভুমির ১১ ।। // কন্ট অংশে ৩.৪০ শতকের মালিক ছিলেন আব্দুল নবীর পুত্র আবুল সৈয়দ এবং ২ নং তফসিলের বি এস ১৫৬ খতিয়ানের ২২৯৪ দাগে ২২ শতক বাড়ি ভিটিতে /১।/ কন্ট অংশে ১.৪৭ শতকের মালিক ছিলেন ফয়েজ আলীর পুত্র তোফায়েল আহম্মদ। উক্ত আবুল ছৈয়দ ২২৮৭ দাগে ৩.৪০ শতকে পাড়ে চিহ্নিতমতে এবং জলীয় অংশে এজমালিতে ভোগদখলকার হন। তোফায়েল আহমদ তাহার ১.৪৭ শতক ভুমি ২৮/০৭/৯১ ইং তারিখে আবুল ছৈয়দ এর নিকট হস্তান্তর করেন। এভাবে আবুল ছৈয়দ ১ ও ২ নং তফসিলী ভুমি প্রাপ্ত হয়ে তাহার নামে নামজারি খতিয়ান সৃজন করেন। ২ নং তফসিলের ভুমি ৯ নং বাদী ছাবিয়া হেবা মূলে আবুল সৈয়দ থেকে প্রাপ্ত হয়ে নিজনামে নামজারি খতিয়ান সৃজন পূর্বক ভোগদখলে আছেন। আবুল ছৈয়দ এর মৃত্যুতে ১-৯ নং বাদীগণ ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। তাহারা নালিশী উভয়ত তফসিলের ৪.৮৮ শতক ভুমির মধ্যে পুকুরে এজমালিতে এবং পাড়াংশে ও বাড়ি ভিটিতে চিহ্নিত মতে ভোগদখলে আছেন। এরুপ অবস্থায় গত ০১/০৯/২০২১ খ্রিঃ তারিখে বিবাদীগণ উক্ত নালিশী ভুমিতে দোকানগৃহ নির্মাণ সহ বাদীগণকে বেদখলের হুমকি প্রদর্শন করায় বাদী/দরখাস্তকারীপক্ষ বাধ্য হয়ে অত্র দরখাস্ত আনয়ন করেন।

দরখাস্তকারীপক্ষ তাহার দাবির সমর্থনে বি এস ১৫৬ ও ১৭৬৫ নং খতিয়ানের ফটোকপি, ২৪০৫, ২০১৮ ও ২৪০৪ নং নামজারি খতিয়ান এর ফটোকপি, ৪২৮৭ নং কবলার মূল কপি, ৪৭৬৩ নং হেবানামা দলিলের সি.সি

কপি ও ওয়ারীশান সনদপত্র এবং জি আর ৪১০/২১ নং মামলার এজাহার ও অভিযোগপত্রের সি.সি কপি দাখিল করেন।

অপর দিকে ১-৮ নং বিবাদী প্রতিপক্ষ দরখাস্তকারীপক্ষের উক্ত বক্তব্যকে অস্বীকার পূর্বক লিখিত আপত্তি দাখিল করিয়া নিবেদন করেন যে,

বিরোধীয় ১ (ক) ও ২(ক) তফসিল বর্নিত সম্পত্তির আর এস রেকর্ডীয় মালিক ছিল বিবাদীগণের পূর্ববর্তী রাহাত আলী। তাহার নামে আর এস ৭৬৮ ও ৬৩ নং খতিয়ান শুদ্ধরুপে প্রচার আছে। রাহাত আলী মরনে দুই পুত্র কবির আহমদ ও আহমদ ছফা ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। তাদের নামে বি এস ১৭৬৫ ও ১৫৬ নং খতিয়ান ছড়ান্ত প্রচার আছে। উক্ত কবির আহমদ ১-৭ নং বিবাদীকে এবং আহমদ ছফা নিঃসন্তান অবস্থায় স্ত্রী ৮ নং বিবাদীকে ওয়ারীশ রেখে মৃত্যুবরণ করেন। এভাবে মৌরশী ও ওয়ারীশ সূত্রে তফসিলোক্ত সম্পত্তি বিবাদীগণ এজমালিতে ভোদগখলে আছেন। নালিশী ১(ক) তফসিলোক্ত সম্পত্তি এজমালিতে অবিভাজ্য পুকুর হয় এবং ২(ক) তফসিলোক্ত সম্পত্তি এজমালিতে বসতবাড়ি। প্রতিপক্ষ অবিভাজ্য এজমালি পুকুর ও বাড়ি ভিটিতে নিষেধাজ্ঞা প্রার্থনা অরক্ষনীয় মর্মে দাবি করেন। এছাড়া নামজারি খতিয়ান দ্বারা বাদীগণ বরাবর একক স্বত্ব স্বার্থ সৃষ্টি হয়নি মর্মেও দাবি করেন। বিবাদীপক্ষ আরো দাবি করেন যে দরখাস্তকারীপক্ষ তার প্রাইমা ফেসি কেস প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি এবং তুলনামূলক সুবিধা অসুবিধার ভারসাম্য দরখাস্তকারীপক্ষের প্রতিকুলে বিধায় নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নামঞ্জুরযোগ্য।

বিবাদীপক্ষ তাদের দাবির সমর্থনে নালিশী ভুমি সংশ্লিষ্ট আর এস ৬৩ ও ৭৬৮ নং খতিয়ান এর ফটোকপি , বি এস ১৫৬ ও ১৭৬৫ নং খতিয়ানের ফটোকপি দাখিল করেছেন।

উপরিউক্ত বক্তব্য ও দাখিলীয় কাগজাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বাদীপক্ষের দাখিলী বি এস ১৭৬৫ নং খতিয়ানের ২২৮৭ নং দাগে মোট ৯৩ শতক ভুমি। বাদীপক্ষ উক্ত ভুমির মধ্যে ১(ক) তফসিল বর্নিত ৪.৮৮ শতক জলে পাড়ে পুকুর ভুমি বি এস রেকর্ডী আবুল ছৈয়দ এর ওয়ারীশ হিসাবে এবং হেবাসূত্রে স্বত্ব দখল দাবি করেন। কিন্তু বিবাদীপক্ষের দাখিলী আর এস ৭৬৮ নং খতিয়ান দৃষ্টে দেখা যায়, উক্ত ৯৩ শতক ভূমির মূল মালিক ছিলেন বিবাদীগনের পূর্ববর্তী রাহাত আলী সহ অন্যান্য। রাহাত আলী উক্ত খতিয়ানে ১০। // অংশের মালিক ছিলেন। রাহাত আলী মরনে দুই পুত্র ওয়ারীশ থাকে এবং তাদের নাম বি এস ১৭৬৫ নং খতিয়ানে শুদ্ধভাবে রেকর্ড হয়। বাদীপক্ষের পূর্ববর্তী আবুল ছৈয়দ কিভাবে ১(ক) তফসিলী ভুমিতে দাবিদার হলেন উহার পূর্ব ভিত্তি আর এস রেকর্ডের কোন বর্ণনা আরজি বা নিষেধাজ্ঞার দরখাস্তে উল্লেখ করেননি। অপরদিকে আর এস ও বি এস খতিয়ান দৃষ্টে ,মৌরশী ও ওয়ারীশসূত্রে ১(ক) তফসিলোক্ত ভুমিতে বিবাদীগনের স্বত্ব স্বার্থ আছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। অনুরুপভাবে ২ নং তফসিলের ২২ শতক বাড়ি ভিটির আর এস রেকর্ডী মূল মালিক ছিলেন বাদীগনের পূর্ববর্তী রাহাত আলী সহ অন্যান্য। উক্ত আর এস ৬৩ নং খতিয়ান হতে দেখা যায়, বাদীগনের পূর্ববর্তী ফয়েজ আলীও উক্ত খতিয়ানের মালিক ছিলেন। পরবর্তীতে বি এস ১৫৬ নং খতিয়ান উক্ত রাহাত আলী ও ফয়েজ আলীর ওয়ারীশগনের নামে শুদ্ধভাবে রেকর্ড ও প্রচারিত হয়। বিবাদীগণ রায়াত আলীর পুত্র কবির আহমদ ও আহমদ

ছফার জের ওয়ারীশ। ফয়েজ আলীর পুত্র তোফায়েল আহমেদ ২(ক) তফসিলী ভুমি ২৮/০৭/৯১ তারিখে আবুল সৈয়দ এর কাছে হস্তান্তরের পর উহা ৯ নং বাদী হেবাসূত্রে প্রাপ্ত হয়ে ভোগদখলকার হন মর্মে দাবি করা হয়েছে। প্রতীয়মান হয় যে, নালিশী ২ নং তফসিলের ২২৯৪ দাগের ২২ শতক বাড়ি ভিটিতে এজমালিতে বাদী ও বিবাদীপক্ষ ভোগদখলকার আছেন।

বাদীপক্ষের দাখিলী বি এস খতিয়ান ও নামজারি খতিয়ান নং ২৪০৪ হতে দেখা যায়, নালিশী ২২৮৭ দাগের সম্পূর্ন ৯৩ শতক ভুমির রকম পুকুর মর্মে উল্লেখ আছে। উক্ত ৯৩ শতকের মধ্যে বাদী ৪.৮৮ শতক ভুমির পাড়াংশে চিহ্নিত মতে এবং পুকুরে এজমালিতে ভোগদখলকার দাবি করেছেন। যদিও দরখাস্তের গর্ভে বাদীপক্ষ উক্ত দাগে ৩.৪০ শতাংশ দাবি করেছেন যা ১(ক) তফসিলের ভুমির সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। বাদীপক্ষ দাবিকৃত এজমালি পুকুরের পাড়াংশে কতটুকু এবং পুকুরের জলীয়াংশে কতটুকু দাবিদার তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেননি। যেহেতু নালিশী ৯৩ শতক এর আন্দরে ৩.৪০ শতক ভুমিতে বাদীপক্ষের কোন আর এস ভিত্তি নেই সুতরাং উক্ত ভুমিতে বাদীপক্ষের স্বত্ব স্বার্থ বিষয়ে নেতিবাচক ধারনা আসে। তাছাড়া নালিশী ১(ক) ও ২(ক) তফসিলী ভুমির মধ্যে এজমালি পুকুরের জলীয়াংশে এবং পাড়াংশে বাদীগনের দাবির পরিমান সুনির্দিষ্ট নয় বিধায় তফসিলী ভুমিতে কোনরুপ নিষেধাজ্ঞা প্রদানের সুযোগ নেই মর্মে আমি বিবেচনা করি।

সার্বিক বিবেচনায় অত্র আদালত এরুপ সিদ্ধান্তে উপনিত হয়েছে যে, মামলার এ পর্যায়ে বাদীপক্ষ আপাত Prima facie কেস প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছে। তুলনামূলক সুবিধা অসুবিধার পাল্লা বাদী পক্ষের প্রতিকুলে এবং অত্র নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নামঞ্জুর হলে বাদীপক্ষের অপূরণীয় ক্ষতির সম্ভাবনা আছে মর্মে দৃষ্ট হয়না। সার্বিক বিবেচনায় বাদীপক্ষের অস্থায়ী নিষেধজ্ঞার প্রার্থনা নামঞ্জুরযোগ্য মর্মে বিবেচনা করি।

অতএব আদেশ হয় যে,

বাদী/দরখাস্তকারীপক্ষ কতৃক আনীত গত ইং ০৭/০৯/২০২১ ইং তারিখের অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত দো-তরফা শুনানীঅন্তে বিনা খরচায় নামঞ্জুর করা হলো।

উপরিউক্তভাবে অত্র নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নিষ্পত্তি করা হলো।

মোঃ হাসান জামান
ডসনিয়র সহকারী জজ,
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ,
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম